সাতদিনে হাতি ভাঙল ১০ বাড়ি

বিন্নাগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : দলছুট দুটি হাতির তাণ্ডবে ভাঙল দুটি বাড়ি। বুধবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শেরপাবস্তিতে। এ নিয়ে লাগাতার সাতদিনে ওই এলাকায় হাতির তাণ্ডবে ১০টি বাড়ি ভাঙার ঘটনা ঘটেছে। অতিষ্ঠ হয়ে বৃহস্পতিবার বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ দপ্তরে অভিযোগ জানালেন এলাকার বাসিন্দারা।

যদিও বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখার রেঞ্জ আধিকারিক শুভাশিস রায় বলেন, 'শেরপাবস্তি তাঁদের এলাকা নয়, বীরপাড়া দলগাঁও রেঞ্জের। গতকাল রাতে আমাদের অফিসে কোনও খবর আসেনি। আজ বিষয়টি স্থানীয়দের বুঝিয়ে বলা হয়েছে।' দলগাঁও রেঞ্জ আধিকারিক অশেষ পালের কথায়, 'এলাকার পঞ্চায়েতের সঙ্গে এবিষয়ে কথা হয়েছে। শুক্রবার বাসিন্দাদের অফিসে ডাকা হয়েছে।'

আতঙ্ক

- রাত হতেই রেতির জঙ্গল থেকে খাবারের খোঁজে ওই এলাকায় ঢুকে পড়ছে হাতির দল
- হাতি এলে বাসিন্দারা মিলে চিৎকার–চ্যাঁচামেচি করে হাতিকে জঙ্গলমুখী করতে হয়
- হাতির অত্যাচারে এলাকার অনেকেই চাষবাস ছেড়ে ভিনরাজ্যে কাজে গিয়েছেন

এলাকাবাসীর বক্তব্য, দিনভর কাজ করে রাতে হাতি আসার অপেক্ষায় থাকেন তাঁরা। হাতি এলে বাসিন্দারা মিলে চিৎকার–চ্যাঁচামেচি করে হাতিকে জঙ্গলমুখী করতে হয়। রাত হতেই রেতির জঙ্গল থেকে খাবারের খোঁজে ওই এলাকায় ঢুকে পড়ছে হাতির দল। তাণ্ডব চলছে ভোর পর্যন্ত। এদিন কাঞ্চি লিম্বু ও রতন বিশ্বকর্মার বাড়ির দুটি করে ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জিনিসপত্র লন্ডভন্ডের পাশাপাশি ঘরে রাখা চাল, আটা খেয়ে নেয় হাতি দুটি। অভিযোগ, বারবার বন দপ্তরে খবর দিলেও কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

স্থানীয় রঞ্জিতবাহাদুর বিশ্বকর্মার অভিযোগ, কোনও ক্ষতিপূরণও আজ পর্যন্ত মেলেনি। হাতির অত্যাচারে এলাকার অনেকেই চাষবাস ছেড়ে ভিনরাজ্যে কাজে গিয়েছেন। যদিও বন দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, যে কোনও এলাকায় হাতি আসার খবর পাওয়ামাত্রই বনকর্মীরা তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা নেন।

প্রধানের বিরুদ্ধে ৬ বার অনাস্থা

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বেলাকোপা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান কমলিনী সরকারের বিরুদ্ধে শাসকদলের নেতারা ৬ বার অনাস্থা আনার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। অভিযোগ, প্রধান কমলিনী সরকার নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করে চলেছেন। এই বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য–সদস্যা অনীতা রায়, নীলতি রায়, যশবন্ত রায়রা। জানা গিয়েছে, এই সদস্যরা প্রধান হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে আগ্রহও প্রকাশ করেছেন। সে কারণেই বারবার অনাস্থা আনছেন তাঁরা বলে পঞ্চায়েত সূত্রের খবর।

পঞ্চায়েত প্রধান কমলিনী সরকারের বক্তব্য, 'মিথ্যে অভিযোগ আনা হয়েছে। আমি সবার সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি।'

গোটা বিষয়টি জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী মহুয়া গোপের নজরে আনা হয়েছে। বেলাকোপা গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত সদস্যকে ডেকে ১১ সদস্যের বিশেষ কমিটিও গঠন করে দেওয়া হয়েছে বলে মহুয়া গোপ জানিয়েছেন। এই কমিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধ নিষ্পত্তি করবে। এ বিষয়ে বিরোধী নেতা অধ্যাপক জিতেন দাস বলেছেন, 'পঞ্চায়েতের কাজ নিয়ে শাসকদলের সদস্যরা কামড়াকামড়ি করছে নিজেদের মধ্যে। এতে জনগণ উন্নয়নমূলক কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।'

অস্বাভাবিক মৃত্যু

ধূপগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : এক মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। বৃহস্পতিবার ধূপগুড়ির স্টেশন শালবাড়ি এলাকায় ওই মহিলার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতার নাম বৃষ্টি পাল (২১)। ঘটনায় এখনও লিখিত অভিযোগ দায়ের না হলেও মৃতার পরিবারের অভিযোগ, পণের দাবিতে তাঁকে মারধর করা হত।

চোখ পরীক্ষা

রাজগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারি : বিনামূল্যে চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করল রাজগঞ্জের বলরাম পাওয়ারগ্রিড সংলগ্ন ভাই ভাই স্পোর্টিং ক্লাব। বৃহস্পতিবার স্থানীয় সিপাইপাড়া গ্রামে ওই শিবির করা হয়। সহযোগিতায় শিলিগুড়ির আই মিত্র অপটিশিয়ান। উপকৃত হয়েছেন শতাধিক মানুষ। ক্লাবের অন্যতম সদস্য বিজয় দাস বলেন, 'যাঁদের ছানির সমস্যা ছিল, তাঁদের বিনামূল্যে অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়।'

পুরুষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন

মানিকগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারি : রাজ্যের বেকারত্ব সমস্যা নিরসনে মুখ্যমন্ত্রীর 'পাইলট প্রোজেক্ট' হিসেবে যুবকদের স্বনির্ভর করতে পুরুষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের কাজ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে শুরু হল। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মহিলাকে রোজগারের সন্ধান দিয়েছে রাজ্য সরকার। সেভাবেই জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খারিজা বেরুবাড়ি–১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বৃহস্পতিবার থেকে পুরুষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলার কাজ হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি সদর ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তার উদ্যোগে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের দাসপাড়া ফার্মার্স ক্লাবের কৃষকদের নিয়ে ১০টি পুরুষ স্বনির্ভর দল গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক দলে ছয়জন সদস্য রয়েছেন। এগুলি হল দাসপাড়ার নবোদয় স্বনির্ভর গোষ্ঠী, জুরাবন্দি এলাকার জয় কিষান স্বনির্ভর গোষ্ঠী, সর্দারপাড়ার প্রান্তিক স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও কল্পতরু স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং বালুরটিপের কৃষকবন্ধু স্বনির্ভর গোষ্ঠী। প্রত্যেক দলে একজন করে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করা হয়েছে। বাকিদের থেকে একজন আহ্বায়ক ও দুজন সাধারণ সদস্যও নির্বাচন করা হয়েছে।

কৃষকদের স্বার্থে

- বেকারত্ব মেটাতে এবার যুবকদের স্বনির্ভর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে
- ১০টি পুরুষ স্বনির্ভর দল গঠন করা হয়েছে
- প্রত্যেক দলে একজন করে সভাপতি, সম্পাদক নির্বাচন করা হয়েছে
- প্রতি মাসে ৫০ টাকা করে চাঁদা সংগ্রহ করে দলের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে

প্রত্যেকটি দলের রেজোলিউশন করে নামকরণ করা হয়েছে। প্রতি মাসে ৫০ টাকা করে সদস্য চাঁদা সংগ্রহ করে দলের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে। দাসপাড়া ফার্মার্স ক্লাব সম্পাদক দশরথ দাস জানান, ফার্মার্স ক্লাবের মাধ্যমে সমস্ত সরকারি সুযোগসুবিধা এই পুরুষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের দেওয়া হবে।

সদর ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা শুভকুমার দাস বলেন, 'দাসপাড়া ফার্মার্স ক্লাবের কৃষকরা খুব দ্রুত পুরুষ এসএইচজি গঠন করে আমাদের কাছে কাগজপত্র জমা করেন। সেজন্য তাঁদের সাধুবাদ জানাই। সমষ্টিগতভাবে কৃষকদের যদি আগামীদিনে সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে সহযোগিতা করা যায়– সেই বিষয়ে নজর দেওয়া হবে।'

জয় কিষান এসএইচজি দলের সভাপতি রামমোহন সরকার বলেন, 'আমরা জলপাইগুড়ি জেলায় প্রথম পুরুষ স্বনির্ভর দল গঠন করতে পেরে খুশি। ফার্মার্স ক্লাবের ছত্রছায়ায় থেকে কাজকর্ম করব।' কল্পতরু দলের সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তীর জবানিতে, 'আমরা সারাদিন কৃষিকাজে ব্যস্ত থেকেও দু'দিন সন্ধ্যায় ক্লাব সম্পাদক দশরথ দাসের কাছে এসে আলোচনা করে স্বনির্ভর দল গঠন করতে পেরেছি। আমরা কৃষিকাজের পাশাপাশি দল ও ফার্মার্স ক্লাবের যৌথ প্রচেষ্টায় কৃষকদের নিয়ে এফপিসি গঠন করে কাজ করব।' কৃষিকাজের দ্বারা যাতে প্রত্যেকের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে তার চেষ্টা করবেন বলে স্বনির্ভর দলের সদস্যরা জানিয়েছেন।

সপ্তাহে একদিন বন্ধ থাকবে হাটবাজার

লাটাগুড়ি ও বেলাকোবা, ১৩ জানুয়ারি : করোনা সংক্রমণকে লাগাম দিতে মঙ্গলবার করে মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত বাজার বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। পাশাপাশি ব্লকের অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজারঘাট সপ্তাহে দু'দিন বন্ধের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, সপ্তাহে একদিন করে বেলাকোবা বাজার বন্ধেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্লক প্রশাসন।

গোটা রাজ্যের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। সংক্রমণ ঠেকাতে এদিন ক্রান্তি ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে মৌলানি কর্মতীর্থ ও লাটাগুড়ি মাইনরিটি ভবনে ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলাদা দুটি বৈঠকে বসেন পুলিশ প্রশাসন, ক্রান্তির বিডিও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে সপ্তাহে দু'একদিন করে ব্যবসা বন্ধ ও বাজারঘাটের সময় বেঁধে দেওয়া হবে। জানা গিয়েছে, ক্রান্তি ছাড়াও লাটাগুড়ি ও মৌলানিতে দুটি বাজার রয়েছে। পাশাপাশি এখানে সপ্তাহে বেশ কয়েকদিন হাট বসে। বহু মানুষের সমাগম হয় ওই হাটগুলোতে। এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, মঙ্গলবার করে মৌলানি বাজার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে। পাশাপাশি ব্লকের ক্রান্তি বাজার বুধবার, শনিবার ও লাটাগুড়ি বাজার মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার বন্ধ রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

> বাজার বন্ধের পাশাপাশি বিভিন্ন হাটে বিক্রেতাদের দূরত্ব বজায় রেখে বসার ব্যবস্থা করা হবে।
>
> – প্রবীরকুমার সিনহা
> *বিডিও, ক্রান্তি*

ক্রান্তির বিডিও প্রবীরকুমার সিনহার কথায়, 'বাজার বন্ধের পাশাপাশি বিভিন্ন হাটে বিক্রেতাদের দূরত্ব বজায় রেখে বসার ব্যবস্থা করা হবে।' যাঁরাই মাস্কহীনভাবে ঘুরে বেড়াবেন, তাঁদের র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ক্রান্তি ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক সুব্রত গুন।

অন্যদিকে, সপ্তাহে একদিন করে বেলাকোবা বাজার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল ব্লক প্রশাসন। বৃহস্পতিবার শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বেলাকোবা পুলিশ ফাঁড়ির ওসি বুদ্ধদেব ঘোষ, রাজগঞ্জের যুগ্ম বিডিও জয়ন্ত দত্ত, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রঞ্জিতা রায় এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক পার্থপ্রতিম পাল সহ অন্য প্রতিনিধিরা মিলে একটি যুগ্ম বৈঠক করেন।

যুগ্ম বিডিও জয়ন্ত দত্ত বলেন, সপ্তাহে একদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার করে বেলাকোবা বাজার ও বটতলা বাজার সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। পাশাপাশি শিকারপুরের সাপ্তাহিক দুই দিনের হাট দুপুর দুটো পর্যন্ত খোলা থাকবে।

অন্যদিকে, বাতিল করা হয়েছে চালসার মঙ্গলবাড়ি হাট। প্রতি বৃহস্পতিবার এখানে সাপ্তাহিক হাট বসে। ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক গৌতম দাসের কথায়, 'প্রশাসনের তরফে আমাদের সাপ্তাহিক হাট বন্ধ রাখার অনুরোধ জানানো হয়। আমরা সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে সাপ্তাহিক হাট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিই। এদিন হাটে বাইরের কোনও দোকানপাট বসাতে দেওয়া হয়নি।' আগামী সপ্তাহে হাট হবে কি না সেবিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

কোভিড আক্রান্তের জন্মদিন পালন

চালসা, ১৩ জানুয়ারি : বাড়ির সবাই কোভিড পজিটিভ। সকলেই হোম কোয়ারান্টিনে। কিন্তু কোভিড পজিটিভ হয়েও সাড়ম্বরে একমাত্র মেয়ের জন্মদিন পালন করল ওই পরিবার। কোভিড সংক্রমিত হয়ে কেউ যাতে অযথা আতঙ্কিত হয়ে না পড়েন, সে কারণেই এই বার্তা দিতে এমন আয়োজন করা হয়েছে বলে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন।

চালসার ওই পরিবারের চার সদস্য কোভিড সংক্রামিত। ৮ জানুয়ারি তাঁরা চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে কোভিড টেস্ট করান। ওইদিনই তাঁদের কোভিড পজিটিভ রিপোর্ট আসে। এরপর স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে তাঁদের হোম কোয়ারান্টিনে থাকতে বলা হয়। বর্তমানে তাঁরা সুস্থই আছেন। বুধবার ওই পরিবারের এক যুবতীর জন্মদিন পালনের ভিডিও ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। কেক কেটে আনন্দ–উল্লাসে পরিবারের সদস্যদের এই জন্মদিন পালনের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন ঘুরপাক খাচ্ছে। কোভিড সংক্রামিতদের বাড়িতে বিনা আতঙ্কে ও নির্ভয়ে থাকার ক্ষেত্রে তাঁদের এই জন্মদিন পালনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে বিভিন্ন মহল। ভিডিও বার্তায় পরিবারের সদস্যা যুবতী করোনা নিয়ে জনগণকে আতঙ্কিত না হওয়ার বার্তা দিয়েছেন।

ছেলেকে খুনে গ্রেপ্তার বাবা

কালচিনি, ১৩ জানুয়ারি : মঙ্গলবার রাতে কালচিনির গাঙ্গুটিয়া বাগানে এক যুবককে খুনের অভিযোগ উঠেছিল। ছেলেকে খুনের অভিযোগে তাঁর বাবাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বুধবার রাতে মৃত যুবকের পরিবার কালচিনি থানায় অনিচ্ছাকৃত খুনের অভিযোগ দায়ের করে। অভিযুক্ত বাবা যুদ্ধিমান লামাকে (৬৭) গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। মদ্যপ অবস্থায় মঙ্গলবার রাতে বাড়িতে এসে ঝামেলা শুরু করেন পার্সে লামা। ছেলের সঙ্গে বচসা চলাকালীন দুজনের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। ছেলে মাটিতে পড়ে গেলে বাবা ছেলেকে লাঠিপেটা করেন বলে অভিযোগ। পরে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয়।

পিঠেপুলির দিন আজ...

পৌষ–পার্বণ উপলক্ষ্যে ঢেঁকিতে চাল ভাঙছেন মহিলারা। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির তিস্তা স্পারে। ছবি – শুভঙ্কর চক্রবর্তী। (নীচে) হেলাপাকড়িতে ফুলমালা মণ্ডলের বাড়িতেই চলছে পিঠে তৈরির প্রস্তুতি। – সংবাদচিত্র

ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে পৌষ-পার্বণের আমেজ

হেলাপাকড়ি, ১৩ জানুয়ারি : বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের অন্যতম পৌষ–পার্বণ। রাত পোহালেই পৌষ সংক্রান্তি। ঘরে ঘরে তৈরি হয় রকমারি পিঠেপুলি। কিন্তু আগের মতো সেই আমেজ এখন আর নেই। অতীতে পৌষ মাস পড়তেই বাড়ি বাড়িতে সাজোসাজো রব পড়ে যেত। সংক্রান্তির অনেকদিন আগে থেকেই ঢেকি কিংবা ছামগাইনের শব্দ শোনা যেত। এখন আর তেমনটা শোনা যায় না।

পিঠে তৈরির উপকরণও এখন দুষ্প্রাপ্য। সব কিছুই এখন কৃত্রিম হয়ে গিয়েছে। তবে, এই বিশেষ দিনটিকে ভুলে যাননি হেলাপাকড়ির ঊষারানি দাস, ফুলমালা মণ্ডল, লক্ষ্মী বসাকরা।

তাঁদের কথায়, পিঠে তৈরির উপকরণ আগের মতো পাওয়া যায় না এখন। পাওয়া গেলেও তা কেনা দুঃসাধ্য। শুধু তাই নয়, গ্রামের মহিলারা আগে জোটবদ্ধভাবে পিঠে বানানোর কাজ করতেন। বর্তমানে হাতেগোনা দু'–একজনের বাড়িতে ঢেকি বা ছামগাইন থাকলেও সেগুলির ব্যবহারই হয় না। পরিশ্রম এবং ব্যস্ততার কারণে বর্তমান প্রজন্ম এ নিয়ে মাথাও ঘামায় না। তাছাড়া চালের গুঁড়ো থেকে পিঠে– সবই এখন বাজারে রেডিমেড পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ছামগাইন বা ঢেঁকিকুটা চালের গুঁড়োর পিঠের স্বাদের সঙ্গে এগুলোর তুলনা হয় না। তাই একপ্রকার আক্ষেপের সুরেই তাঁরা বলেন, আগে পৌষ–পার্বণের আনন্দটা ছিল একেবারেই আলাদা।

পর্যটনে বিধিনিষেধ হ্রাসের দাবি

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জানুয়ারি : পর্যটনশিল্পে বিধিনিষেধ হ্রাসের দাবিতে বৃহস্পতিবার জেলা শাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন।

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, 'সরকারি বিধিনিষেধের জেরে এ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত প্রায় ৫৫ হাজার মানুষের রুজিরুটি বন্ধ হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে অন্যান্য ব্যবসার মতো পর্যটন ব্যবসাকেও চালু করতে সরকারের হস্তক্ষেপ করা উচিত।'

আন্দোলনকারীদের পক্ষে কমিটির প্রতিনিধিরা একই দাবিতে জেলা শাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন।

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, 'সরকারি বিধিনিষেধের জেরে এ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত প্রায় ৫৫ হাজার মানুষের রুজিরুটি বন্ধ হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে অন্যান্য ব্যবসার মতো পর্যটন ব্যবসাকেও চালু করতে সরকারের হস্তক্ষেপ করা উচিত।'

আন্দোলনকারীদের পক্ষে বিমল রাভার মন্তব্য, 'রিসর্ট, হোমস্টে, লজ মালিক এবং কর্মীদের পাশাপাশি জিপসি চালক, মালিকরাও বিধিনিষেধে কাজ হারিয়েছেন। এলিফ্যান্ট সাফারি বন্ধ থাকলেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে ৫০ শতাংশ টুরিস্ট নিয়ে জিপসি সাফারি করে পর্যটন ব্যবসাকে স্বাভাবিক রাখার আর্জি জেলা শাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানিয়েছি।'

রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় ক্ষোভ

তিন কিমিজুড়ে রাস্তার বেহাল দশা। – সংবাদচিত্র

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৩ জানুয়ারি : পিচের চাদর উঠেছে বহুদিন আগে। রাস্তায় এখন বড় বড় গর্ত। বৃষ্টি হলে জল জমে রাস্তাটি চেহারা নেয় ডোবার। বছরের বাকি সময় ধুলোয় জেরবার। ক্রান্তি বাজারের অদূরে গণ্ডগোলটারি থেকে বৈরাগীপাড়া হয়ে রহমতটারি অবধি প্রায় ৩ কিমি রাস্তাটির দশা এমনই।

বিধানসভা ভোটের প্রচারে এসে নেতারাও দিয়েছিলেন নানা আশ্বাস। বহুবার পঞ্চায়েত প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিদের কাছে দরবার করা হলেও তাঁরা সংস্কারে উদ্যোগ নেননি বলে অভিযোগ।

এ ব্যাপারে ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বসুন্ধরা দাসের মন্তব্য, 'বিষয়টি ওপর মহলে জানানো আছে। আশা করছি দ্রুত রাস্তার কাজ শুরু হবে।'

গরমের দিনে ধুলো আর বর্ষায় জলকাদা মাড়িয়ে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন বাসিন্দারা। এলাকায় রয়েছে একটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সহ একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। রয়েছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রও। হাটে–বাজারেও প্রতিদিন যাতায়াত করতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। ভাঙা রাস্তার জেরে কোনও বড় গাড়ি ওই রাস্তায় আসতে চায় না। এতে জমির ফসল হাটে নিয়ে যেতে সমস্যা হয় গ্রামবাসীদের।

এর পাশাপাশি ভাঙাচোরা রাস্তায় রোগী এবং গর্ভবতীদের নিয়ে যেতেও সমস্যা পোহাতে হয়।

গ্রামবাসী আব্দুর গফুরের মন্তব্য, রাস্তা থেকে পিচের চাদর উঠে গিয়েছে। গরমের দিনে ধুলোর দাপটে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা দায়। বর্ষায় জল জমে। খানাখন্দের কারণে প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটে। ভাঙা রাস্তায় চলাচল করায় সাইকেল, বাইকের যন্ত্রাংশ ঘনঘন খারাপ হয়ে যায়।

অপর গ্রামবাসী বলরাম রায়ের কথায়, 'আমরা কৃষিকাজ করে দিনযাপন করি। জমির ফসল বাজারে নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়তে হয়। রাস্তা খারাপের কারণে ভাড়া বেশি গুনতে হচ্ছে। রাস্তা সংস্কার নিয়ে প্রশাসনের কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে আমাদের কালঘাম ছুটে যায়।' এলাকারই এক স্কুল পড়ুয়া উজ্জ্বলা রায়ের বক্তব্য, 'করোনা পরিস্থিতির জেরে এখন স্কুল বন্ধ। কিন্তু আগে এই রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাতায়াতে আমাদের খুবই সমস্যা হত।'

এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তরা বর্মনের বক্তব্য, 'বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। রাস্তার কাজের বিষয়টি দেখা হচ্ছে।'

শিক্ষক সমিতির দাবিপত্র

চালসা, ১৩ জানুয়ারি : কোভিডের জন্য স্কুল বন্ধ থাকায় বিভিন্ন চা বাগানে স্কুলছুটের সংখ্যা দিন–দিন বাড়ছে, অথচ রাজ্য শিক্ষা দপ্তর এবিষয়ে কোনও সদর্থক ভূমিকা নিচ্ছে না। অভিযোগ, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির। এবিষয়ে হিন্দিভাষী পড়ুয়াদের জন্য হিন্দি ভাষায় অ্যাক্টিভিটি টাস্কের প্রশ্নপত্র প্রদান সহ চারদফা দাবির ভিত্তিতে মেটেলির অবর বিদ্যালয় পরিদর্শককে দাবিপত্র দেয় তারা। বৃহস্পতিবার সংগঠনের মাল মহকুমা কমিটির তরফে মাল মহকুমার মাল, মেটেলি, নাগরাকাটা ও ক্রান্তি জোনের শিক্ষক প্রতিনিধিরা দাবিপত্র জমা দেন। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বিজয়চন্দ্র রায় দাবির বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

দিনমজুরিই ভরসা রায়পুর চা বাগানে

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : ঘরের মেঝেতে বিছানো রয়েছে খড়। তার ওপর শতছিদ্র একটা তোষক। ঘরের একটা জানলা–দরজাও অক্ষত নেই। দেওয়ালের প্লাস্টার খসে পড়েছে বহু বছর আগেই। ইট উঁকি মারছে। আর ঘরের অ্যাসবেস্টসের চালের কোন জায়গাটা ভালো, সেটা খুঁজে বের করাই খুব কষ্টের। এমন মাথাগোঁজার ঠাঁই এখন ভরসা বন্ধ রায়পুর চা বাগানের শ্রমিক দশরথ নায়েকের। বাড়িতে আজ কী রান্না হচ্ছে প্রশ্ন করতেই আঙুল দিয়ে বারান্দার দিকে ইশারা করলেন দশরথ। ঘরের সামনে উনুন ধরাতে তখন ব্যস্ত দশরথের স্ত্রী মালতী। বারান্দার দিকে এগিয়ে যেতে স্বামীকে করা প্রশ্নের উত্তরে মালতী বললেন, 'মাছ, মাংসের স্বাদ আমরা ভুলেই গিয়েছি। অন্য সময় আলুসেদ্ধ আর ভাত। এখন চায়ের ফুল ভাজাই বাঁচিয়ে রেখেছে আমাদের মতো শ্রমিক পরিবারগুলোকে।'

মূল রাস্তা থেকে বন্ধ রায়পুর চা বাগানে ঢুকতে দু'পাশে সারি সারি চা গাছ। রাস্তার এক ধারের চা গাছগুলোর প্রুনিং হয়ে গিয়েছে। কিছুদূর এগোতেই রাস্তার ডানদিকে ফ্যাক্টরি। শেষ কবে কারখানার চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বের হতে দেখা গিয়েছিল অনেকেরই ঠিক মনে নেই। ফ্যাক্টরির ঠিক পাশের বাগানের জমিতেই জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের নতুন তৈরি করা পানীয় জলের প্রকল্প। যা কিনা বর্তমানে জলসংকট অনেকটাই মিটিয়েছে। পানীয় জলের সংকট কিছুটা মিটলেও খাদ্যসংকট যে ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বন্ধ ফ্যাক্টরির পাশেই কোদাল হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাগানের শ্রমিক মঙ্গলা রজক। কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানালেন, সম্প্রতি শিলিগুড়ির কোনও এক ব্যবসায়ী বাগানটি খোলার বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার বাগানেও তিনি এসেছিলেন। কিন্তু তারপরে কী হল, সেটা আর জানা নেই মঙ্গলার। যাঁরা মরশুমে কাঁচা চা পাতা কিনেছিলেন তাঁদের কয়েকজনের থেকেই কয়েক লক্ষ টাকা ধার নিয়ে বাগানের প্রুনিংয়ের কাজ হচ্ছে।

বাড়ির বারান্দাতেই রান্নার আয়োজন। দৈন্যদশা রায়পুর চা বাগানের মালতী নায়েকের। – সংবাদচিত্র

যাঁরা প্রুনিংয়ের কাজ করছেন তাঁদের দৈনিক ১০০ টাকা মিলছে। বাগানের ভগৎ লাইনের মন্দিরের সামনে কয়েকজন মিলে রোদে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন। কাছে যেতে কানে এল বাগানের শ্রমিক বাবুলাল বড়াইকের ভিনরাজ্যে যাওয়ার গল্প। মন্দির থেকে ঢিল ছোড়া দূরেই বাবুলালের ঘর। রাস্তা থেকে বাবুলালের বাড়িতে ঢুকতে দেখা হল তাঁর মেয়ে পূর্ণিমার সঙ্গে। অভাবের তাড়নায় বছর দুয়েক আগেই নবম শ্রেণিতে পড়াকালীন স্কুল ছেড়ে দিয়েছে সে। পূর্ণিমা জানাল, মাসদুয়েক আগে কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন তার বাবা। সেখানে কী কাজ করেন জানা নেই তার। তবে বাবুলাল নিয়মিত বাড়িতে টাকা পাঠাচ্ছেন, সেকথা জানাল পূর্ণিমা। কেবল বাবুলালই নন, রায়পুর চা বাগানের অনেক শ্রমিকই রুজিরুটির টানে এখন ভিনরাজ্যে।

তবে চা বাগানের এই শুখা মরশুমে তিস্তার চরের কৃষিজমির কাজ যে রায়পুর বাগানের শ্রমিকদের মুখে ভাত তুলে দিচ্ছে তা অকপটে স্বীকার করলেন বাগানের শ্রমিকদের একাংশ। বাগানের বাসিন্দা অজিত লোহার বলেন, 'তিস্তা চরে সেখানকার বাসিন্দারা আলু, মটরশুঁটি চাষ করছেন। আমাদের বাগানের বেশিরভাগ শ্রমিক এখন সেখানে দিনহাজিরায় কাজ করছেন। তাতেই কিছুটা ভাত জুটছে আমাদের কপালে।' বাগানের চার্চের সামনের জায়গায় প্রবীণদের কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হল। তাঁদের অবসরের বয়স পেরিয়ে গেলেও বাগান বন্ধের কারণে এখনও খাতা থেকে নাম কাটেনি তাঁদের। যে কারণে প্রায় অবসরের সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন অনেক শ্রমিকও। এক সময় রায়পুর চা বাগানের স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন ফাগু লোহার। এখন বয়স সত্তরের বেশি। ফাগু বলেন, 'বয়সের মাপকাঠিতে আমার অবসর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাগানের খাতা থেকে আমার নাম কাটেনি। যে কারণে প্রভিডেন্ট ফান্ডের আমার প্রাপ্ত টাকা এখনও পাইনি।'